গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

"যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে
যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।"
— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

৫ম বর্ষ
৩য় সংখ্যা

এপ্রিল-জুন
২০১৬ খ্রি.

ফিল্ড-অফিস ব্যবস্থাপক সম্মেলন ২০১৬ :

ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ৫ মে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানের জোনাল ও রিজিওনাল ম্যানেজারগণের সাথে কর্তৃপক্ষের **ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা-২০১৬** অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব) ড. দৌলতুন্নাহার খানম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের মহাবিভাগ-২ -এর মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. আমিন উদ্দিন। প্রতিষ্ঠানের ১৪টি জোনাল অফিস ও ১৫টি রিজিওনাল অফিসের ব্যবস্থাপকবৃন্দ পর্যালোচনা সভায় মূল অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সদর দফতরের সকল বিভাগীয় প্রধান, ইউনিট, ইনস্টিটিউট ও সেল-প্রধানগণ এবং বিভাগসমূহের দ্বিতীয় কর্তাব্যক্তি: সহকারী মহাব্যবস্থাপক/সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসারগণও এসময় উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি মহোদয় তাঁর স্বাগত বক্তব্য, বিশেষ ও প্রধান অতিথি তাঁদের শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি এধরণের সভা-সম্মেলন আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরে সভায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রধান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সংরক্ষণ ও তা বৃদ্ধি করা প্রত্যেক কর্মকর্তার পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য মর্মে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি প্রজাতন্ত্র তথা জনগণের একজন সেবক হিসেবে বিএইচবিএফসি'র সম্পদ ও সুনাম বৃদ্ধির পবিত্র দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক সততা, নিষ্ঠা, ও মেধা-মনন ব্যবহারের আহ্বান জানান। এধরণের সভা বছরে অন্তত: দু'বার আয়োজন করা যায় কিনা এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

সভার কর্ম-অধিবেশনের প্রথম পর্বে জোনাল ও রিজিওনাল অফিসসমূহের ব্যবসায়িক অর্জন পর্যালোচনার পর এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ মতামত ও নির্দেশনা প্রদান করেন। এরপর চলতি অর্থবছর এবং ভবিষ্যতের কর্ম-পরিকল্পনা, লক্ষ ও উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য অর্জন সম্পর্কে অফিস প্রধানদের বক্তব্য, পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়। কর্ম-অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে বিভাগীয় প্রধানগণ স্ব-স্ব বিভাগ সম্পর্কিত বক্তব্য ও মাঠ-অফিসসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

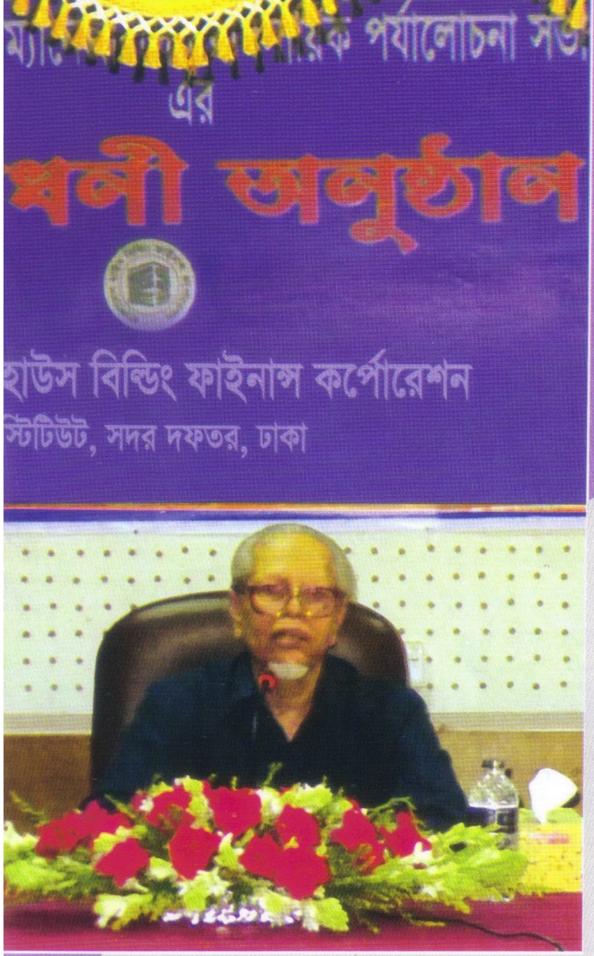

ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা ২০১৬ঃ
চেয়ারম্যানের উদ্বোধনী ভাষণ

বিএইচবিএফসি'র ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভায় পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ প্রতিষ্ঠানের জোনাল ও রিজিওনাল ম্যানেজারদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনা ও উপদেশমূলক সারগর্ব বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যটি হুবহু নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

'উপস্থিত সহকর্মীবৃন্দ! আলো-আধারির দুনিয়ায় অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে জাগতিক পথ-প্রান্তর পাড়ি দিতে হয়। ব্যক্তি, পরিবার ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনেক চড়াই-উৎরাই অর্থাৎ অসফলতা, সমস্যা ও বঞ্চনা থাকলেও সবকিছুর উর্ধ্বে থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। শাখা ব্যবস্থাপকগণ এ প্রতিষ্ঠানের মেরুদন্ড-স্বরূপ। তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠানটির Heart-ও বলা যেতে পারে। এই Heart না চললে প্রতিষ্ঠান চলবে না। ফলে, এই Heart-কে কাজ করতে হবে Head তথা বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও মেধার সম্মিলন ঘটিয়ে। তাহলে সফলতা আসবেই। একজন অবিভাবক হিসেবে উপদেশঃ অনুরাগ ও বিরাগের বশবর্তী হয়ে কোনও কাজ করবেন না। আবেগ বা Emotion-কে বশীভূত করতে Head অর্থাৎ Brain-কে কাজে লাগাতে হবে। আবেগ ও মেধাকে বাদ দিলে মানুষতো Animal-ই। মানুষের হৃদয়বৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি তাঁকে Rational Animal অব্দি তুলে এনেছে। কাজে-কর্মে, চলনে-বলনে Rationality'র পরিচয় তুলে ধরতে হবে।'

'ম্যানেজারগণ অত্যন্ত পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। মানব সেবার পবিত্র দায়িত্ব। নিজ পরিসরে আপনাকে সু-শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ থেকে তার কর্মসহায়ক পরিবেশ, Logistic Support নিশ্চিত করাসহ কাজে তাঁর Proper Attention তৈরি করাও আপনার নেতৃত্বের গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল। আপনাকে অফিসে অবশ্যই Chain of Command ধরে রাখতে হবে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে এর সংযোগ ঘটাতে হবে।'

'একজন উত্তম ম্যানেজারকে অবশ্যই কর্তৃপক্ষের আস্থা অর্জন করতে হবে। অধস্তনদের উপযুক্ত Groom-up করতে হবে। তাঁদেরকে আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ এবং পরিশ্রমী কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। স্বেচ্ছাচার হওয়া এবং স্বেচ্ছাচারিতার অবকাশ তৈরি হতে দেয়া যাবে না। আপনাকে প্রতিষ্ঠানের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির দায়িত্ব নিতে হবে। আপনাকে অধস্তনদের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করতে হবে নিজ যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে। মনে রাখতে হবে, চলনে-বলনে, কাজে-কর্মে, বিশ্বাসে-চেতনায় আপনি প্রতিনিয়ত এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আপনাদেরকে নিজ পরিমন্ডলে নক্ষত্রের মতো নিজ আলোয় দীপ্যমান হতে হবে। কর্পোরেশন ও আপনাদের Image পরস্পর জড়িত। আপনাকে কর্পোরেশনের Image বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি Relation Building ও Relation Development-এর কাজ করতে হবে। এই Relation ঘরে-বাইরে সর্বত্র। সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আপনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

'কর্পোরেশনের সম্পদ (Asset) সংরক্ষণ ও তা বৃদ্ধি করা প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মকর্তা হিসেবে আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। নিজেকে জনগণের সেবক বিবেচনায় এ দায়িত্বটি পালন করতে হবে।'

'পরিস্থিতি সামাল দেয়ার দক্ষতা ও ক্ষমতা একজন উত্তম ব্যবস্থাপকের মূল বৈশিষ্ট্য। Growth Theory-এর মূলে রয়েছে Competition বা প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় প্রধান প্রতিপক্ষ আপনি নিজে। সবসময় আপনাকে আজকের নিজেকে আগামীকাল ছাড়িয়ে যেতে হবে। গতকাল বা গতবছরের অর্জন অপেক্ষা আজকের অথবা এবছরের অর্জন সবসময়ই বেশি হতে হবে। সমসাময়িক প্রতিপক্ষকে নিজ পারফর্মেন্স দিয়ে পেছনে ফেলতে হবে। এজন্য সকলকে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ ও উদ্দেশ্য অর্জনে Involve করতে হবে। প্রতিষ্ঠানকে Own করতে হবে। আর যে যে ধর্মেরই অনুসারী হই না কেন, প্রত্যেককে নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে।'

'এ ধরনের সভা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুদূরপ্রসারী সুফল বয়ে আনবে। তাই এ ধরণের সভা যত বেশি করা যায়, ততোই ভালো। বছরে অন্তত দু'বার এধরণের সভা করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, সরকারি Fund-এর যথাযথ বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য প্রকৃত ব্যক্তি ও গ্রুপকে ঋণ দেয়া অত্যন্ত জরুরী। প্রকৃত মানুষ খুঁজে ঋণ দেয়া সহজ কাজ নয়। ঋণের জন্য সঠিক গ্রহীতা নির্বাচন এবং ভবিষ্যতের আদায় পরিস্থিতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আপনাদের বিবেচনামতে উপযুক্ত প্রার্থীকে ঋণ দেবেন।'

'আপনারা প্রজাতন্ত্রের আদার্শ Publick Servant. আপনাদের প্রতি আমাদের আস্থা আছে। এ আস্থা ধরে রাখতে হবে এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে। একজন আদর্শ মানুষ ও নির্ভরযোগ্য Public Servant হিসেবে কর্পোরেশনের হয়ে জনসেবা, প্রতিষ্ঠানের Asset ও Image বৃদ্ধি করতে হবে। সর্বপরি, দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে। কারণ আমরা মা, মাটি ও মানুষের কাছে আজন্ম ঋণী। এ ঋণের দায়বদ্ধতা দেশপ্রেম উজ্জীবিত করবে। দেশপ্রেম ছাড়া ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিগতভাবে আমাদের উন্নতি হবে না। আজকের সভার মধ্যদিয়ে মহৎ মানুষ হিসেবে মহান কর্মের চেতনা সুদৃঢ় হোক। সভায় আপনাদের উষ্ণ অভিনন্দন। আমি এ সভার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা ও সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।
আল্লাহ হাফেজ।'

অর্থবছর ২০১৫-২০১৬ :

অর্জিত মুনাফা ১৬৬.৯৮ কোটি টাকা

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিএইচবিএফসি'র অর্জিত করপূর্ব নীট মুনাফা ১৬৬ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। সর্বমোট ২৫০.৬৮ কোটি টাকার আয়ের বিপরীতে মোট ৮৩.৭০ কোটি টাকার ব্যয় নির্বাহের পর এ মুনাফা অর্জিত হয়। অর্জিত এ মুনাফার মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে পূর্ববর্তী বছর পর্যন্ত রক্ষিত প্রভিশন (কু-ঋণ সঞ্চিতি) থেকে আয়ের পরিমাণ ৫ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। বরাবরের মতো এ অর্থবছরেও কর্পোরেশনের প্রতিটি জোনাল ও রিজিওনাল অফিস মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে সাফল্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। মোট আয়ের মধ্যে আলাদাভাবে জোনাল ও রিজিওনাল অফিসের অংশ যথাক্রমে ২০৩.৯৮ ও ২৭.৯৮ কোটি টাকা ।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে অশ্রেণীকৃত ও শ্রেণীকৃত ঋণ থেকে আদায়ের লক্ষমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৪৪২.৮৪ ও ১২৬.২৫ কোটি টাকা। বছরান্তে অশ্রেণীকৃত থেকে আদায় হয়েছে লক্ষমাত্রার ১০৩.৫৪ শতাংশ। শ্রেণীকৃত থেকে আদায় হয়েছে লক্ষমাত্রার ৪৭.৪৩ শতাংশ। এ অর্থ বছরে মোট আদায় হয়েছে ৫১৮.৪০ কোটি টাকা যা সামগ্রিক লক্ষমাত্রার ৯১.০৯ শতাংশ। অর্থবছর শেষে (প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী) কর্পোরেশনের শ্রেণীকৃত ঋণ মোট ঋণের মাত্র ৬.১৯ শতাংশ।

ঋণযোগ্য তহবিলের স্বল্পতা বিএইচবিএফসি'র প্রধানতম সমস্যা। সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহে অঢেল অলস অর্থ পড়ে থাকলেও রাষ্ট্রায়ত্ব বিশেষায়িত এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি অর্থের অভাবে চাহিদার বিপরীতে পর্যাপ্ত ঋণ দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে এর প্রভাব পড়েছে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণে। ফলশ্রুতিতে, প্রতিষ্ঠানটির অর্জিত মুনাফার উপরেও। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে করপূর্ব নীট মুনাফার পরিমাণ ছিল ১৫৭.৬৯ কোটি টাকা। তবে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের ৩০ জুন তারিখে সরকার প্রতিশ্রুত ৫০০ কোটি টাকা হতে ২০০ কোটি টাকার তহবিল সহায়তার অর্থ পাওয়া গেছে। এর ফলে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের পরিমানের সাথে সাথে মুনাফার পরিমাণও কিছুটা বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কর্পোরেশন সর্বমোট ২৬০ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার গৃহঋণ মঞ্জুর করে। এ বছর ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৪৭ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। তহবিল স্বল্পতার কারণে গত বছর অপেক্ষা এ বছর ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ কমেছে ৫০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। বিতরণ কমেছে ২৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৩৮৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মঞ্জুরীকৃত ঋণের মধ্যে ২৫০ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা সাধারণ ঋণে এবং ১০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ফ্ল্যাট ঋণে। অনুপাত ২৪:১ । মঞ্জুরী ও বিতরণকৃত ঋণের অধিকাংশ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. এলাকার বাইরে হওয়ায় সাধারণ ঋণের তুলনায় ফ্ল্যাট ঋণে মঞ্জুরী ও বিতরণের তফাৎ এত বেশি। এ অর্থবছরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. এলাকা ও এ দুটি শহরের বাইরে ঋণ মঞ্জুরী যথাক্রমে ১১৯ কোটি ৩৯ লক্ষ ও ১৪১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। বিতরণের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. অঞ্চলে বিতরণকৃত ঋণ ১০৯ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে এ'দুটি এলাকার বাইরে বিতরণের পরিমাণ ১৩৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। পূর্বের রেওয়াজ ভেঙ্গে ক্রমশ: মেগাসিটির বাইরে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের পরিমাণ বাড়ছে। এর ফলে শহর ও মফস্বলের মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে। ফলশ্রুতিতে মেগাসিটিমুখী জনশ্রোত কিছুটা হলেও কমবে।

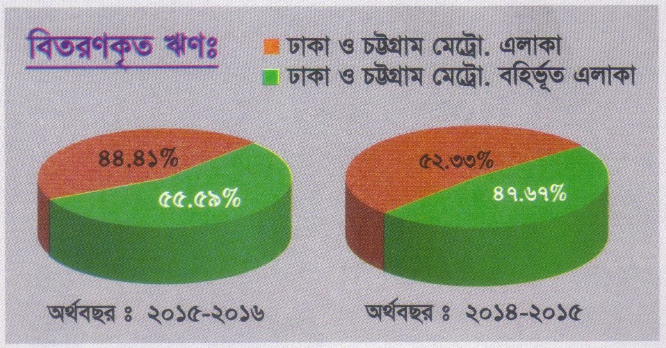

কর্পোরেশনের মোট ১৪টি জোনাল ও ১৫টি রিজিওনাল অফিস রয়েছে। জোনাল অফিসসমূহের মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে শীর্ষে রয়েছে ঢাকাস্থ জোনাল অফিস, জোন-৪। এ অফিসটির শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে সফলতা ৮২.২৫ শতাংশ। শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে রিজিওনাল অফিসের মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে রিজিওনাল অফিস বগুড়া। অশ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে সম্মিলিতভাবে জোনাল অফিস সমূহের লক্ষ অর্জনের হার ১০১.৭০ শতাংশ। এক্ষেত্রে রিজিওনাল অফিসসমূহের অর্জন ১০৮.৮৮ শতাংশ। শতকরা হিসেবে জোনাল অফিসের মধ্যে জোন-৫, ঢাকা এবং রিজিওনাল অফিস, গোপালগঞ্জ এর অবস্থান সর্বশীর্ষে। জোন-৫ অশ্রেণীকৃত ঋণের লক্ষমাত্রার ১২৩.৮৭ শতাংশ আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে রিজিওনাল অফিস, গোপালগঞ্জের অর্জন লক্ষমাত্রার ১৮০.৬৫ শতাংশ।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন বরাবর একটি ব্যবসাসফল বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য অংকের মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সরকারী কোষাগারে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করে থাকে। ২০০৬-২০০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত দশ বছরে কর্পোরেশন কর্তৃক পরিশোধিত আয়করের পরিমাণ ৫২৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা যা প্রতিষ্ঠানটিকে সরকার কর্তৃক পরিশোধিত মূলধনের প্রায় পাঁচ গুণ।

বিগত ৩ বছরে বিএইচবিএফসি'র ব্যবসায়িক অর্জন সংক্রান্ত তথ্যচিত্র নিম্নরূপ :

কোটি টাকায়

সূচক	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪
ঋণ মঞ্জুরী	২৬০.৯১	৩১১.২১	২৮৫.১৮
ঋণ বিতরণ	২৪৭.৩৮	২৭১.৭৩	৩৮৯.৯০
ঋণ আদায়	৫১৮.৪০	৪৮২.৭৩	৪৫৯.১৮
মুনাফা অর্জন	১৬৬.৯৮	১৫৭.৬৯	১৯৩.১৭
আয়কর	৮২.০০	৭৯.৪৫	৭৬.৫৬
শ্রেণীকৃত ঋণের হার	৬.১৯%	৬.৮১%	৭.১৪%

পর্ষদ চেয়ারম্যান'র সিলেট অফিস পরিদর্শন

খুলনা বিভাগীয় সমিতি'র সম্মাননা গ্রহণ

গত ১৭ থেকে ১৯ জুন কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ বিএইচবিএফসি'র সিলেটস্থ জোনাল অফিস পরিদর্শন করেন। এ অফিসের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণের উদ্দেশে সিলেট পৌছালে অফিসের ব্যবস্থাপক দীপংকর রায় ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

জোনাল অফিস, সিলেট ও অধীনস্থ রিজিওনাল অফিস, শ্রীমঙ্গল - এর ঋণ মঞ্জুরী লক্ষমাত্রা মোট ৮ কোটি টাকা। এপ্রিল ২০১৬

সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহন করছেন শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়)

পর্যন্ত অফিস দুটির মোট মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা যা লক্ষমাত্রার ৪০.৮৭ শতাংশ। শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে সমন্বিত অর্জন লক্ষমাত্রার ৮.১১ শতাংশ। তিনি এ অফিস পরিদর্শনকালে এ অঞ্চলে ঋণ প্রদান ও আদায় কার্যক্রমে কাঙ্খিত সফলতা অর্জনের পথে অন্তরায় চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি এ অঞ্চলে কর্পোরেশনের ব্যবসায় সম্প্রসারণে করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

সিলেট ভ্রমনকালে গত ১৭ জুন তিনি সিলেটস্থ খুলনা বিভাগীয় কল্যাণ সমিতির এক ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন। স্থানীয় স্পাইসি রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিল ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে তিনি সংবর্ধিত হন।

সমিতির সভাপতি ডা. সৈয়দ মোহাম্মদ খসরু-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে জনাব আমিনউদ্দিন আহমেদকে 'প্রবীণ গুণীজন ব্যক্তিত্ব' হিসেবে সমিতির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা-স্মারক (ক্রেস্ট) প্রদান করা হয়। এসময় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. গোলাম শাহী আলম, সিলেট চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট সাইফুজ্জামান হিরো উপস্থিত ছিলেন। এসময় সমিতির সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট স্বপন কুমার শিকদার, সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন।

বিএইচবিএফসি ভবনে

জনতা ব্যাংকের শাখা উদ্বোধন

গত ৮মে কর্পোরেশনের সদর দফতর ভবনের নিচ তলায় জনতা ব্যাংক লিমিটেড'র পুরানা পল্টন শাখার কার্যক্রমের শুভ উদ্ধোধন করা হয়। বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও জনতা ব্যাংকের সাবেক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ ফিতা কেটে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক লিমিটেড-এর সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আবদুস সালাম এফসিএ, মহাব্যবস্থাপক মসীয়ূর রহমান এবং বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব) ড. দৌলতুন্নাহার খানম উপস্থিত ছিলেন।

২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার মতিঝিলে একটি সংগঠনের সমাবেশ শেষে শহরে ব্যাপক ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এসময় জনতা ব্যাংকের এ শাখাটি বিএইচবিএফসি ভবনেই অবস্থিত ছিল। নাশকতাকারীরা বিএইচবিএফসি ভবন ও এর প্রাঙ্গন জুড়ে নজীরবিহীন ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তাদের অগ্নিসংযোগের ফলে ব্যাংকের এ শাখাটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়। স্থাপনাটির স্থায়ী ক্ষতি সাধিত হয়।

বিপুল অর্থ ব্যয়ে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ভবনের এ অংশটি মেরামত ও পুনর্নিমাণ করে। জনতা ব্যাংকের পুরানা পল্টন শাখা দীর্ঘ ৩ বছর পর পুনরায় বিএইচএফসি ভবনে ফিরে আসে।

এপ্রিল-জুন সময়কালে অবসরোত্তর ছুটিতে গেলেন যাঁরা

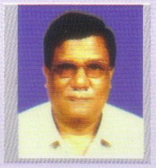

জনাব মো. শাহাব উদ্দিন
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (আরএম)
রিজিওনাল অফিস, কুষ্টিয়া
শেষ কর্মদিবস : ২১ মে ২০১৬ খ্রি.

জনাব সন্তোষ চন্দ্র সরকার
প্রিন্সিপাল অফিসার
আদায় বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা
শেষ কর্মদিবস : ৩০ জুন, ২০১৬ খ্রি.

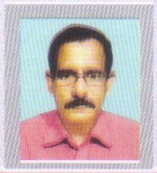

জনাব মো. আনসার আলী
অফিস সহায়ক
আদায় বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা
শেষ কর্মদিবস : ১৪ জুন, ২০১৬ খ্রি.

ভ্রম সংশোধনী

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন গৃহঋণ বার্তা'র ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬ খ্রি) এর ৫ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'জনতা ব্যাংক রিটায়ার্ড এক্সিকিউটিভস ফোরামের সাধারণ সভা ও বার্ষিক বনভোজনে পর্ষদ চেয়ারম্যান শীর্ষক সংবাদটিতে অসাবধানতাবশত: কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদকে 'জনতা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক' মর্মে উল্লেখ করা হয়। অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্য গৃহঋণ বার্তা সম্পাদনা কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখিত। প্রকৃতপক্ষে চাকুরি জীবনে জনাব শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ জনতা ব্যাংক লিমিটেড'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। অতএব, উক্ত সংবাদটির তৃতীয় বাক্যটির (তৃতীয় লাইন) শুরুতে 'জনতা ব্যাংকের' শব্দগুচ্ছের স্থলে 'জনতা ব্যাংকের সাবেক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের' শব্দগুচ্ছ প্রতিস্থাপিত হবে।

গৃহঋণ বার্তা সম্পাদনা কর্তৃপক্ষ

আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস দিবস পালন

গত ২৩ জুন বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন এ বছর প্রথমবারের মতো এ দিবসটি পালন করে। আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ দিন অপরাহ্নে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব) ড. দৌলতুন্নাহার খানম সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। মহাব্যবস্থাপক মো. আমিন উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঋণ বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক সৈয়দ আনিছুর রহমান। সদর দফতরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে দিবসটি পালনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. জাহিদুল হক। অত:পর অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক সৈয়দ আনিছুর রহমান এ বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তিনি সরকারের লক্ষ ও উদ্দেশ্য, সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশা এবং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি সেবা বিতরণে সেবা গ্রহীতার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার পাশাপাশি পারলৌকিক জবাবদিহিতার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ড. দৌলতুন্নাহার খানম প্রতিষ্ঠানের সেবা-প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুততর করণে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। গ্রহক সন্তুষ্টি সর্বোচ্চ করণে নতুন নতুন পন্থা-পদ্ধতি উদ্ভাবনসহ বিধি-ব্যবস্থা, নিষ্ঠা ও দক্ষতা এবং নীতি ও আদর্শের চর্চা ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে বলে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভার সভাপতি মো. আমিন উদ্দিন দিবসের প্রতিপাদ্য ও আলোচনার মর্মার্থ মতে এ দিবস পালনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনা বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

a2i

এটুআই কর্মশালায় অংশগ্রহণ

এটুআই কর্মশালা পরিচালনা কর্তৃপক্ষের (সামনে উপবিষ্ট) সাথে কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

কর্পোরেশনের ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি সরকারের 'একসেস টু ইনফরমেশন' কর্মসূচির আওতায় এক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। গত ২৮ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত রাজধানীর রিয়াম ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত Innovation in public service শীর্ষক এ কর্মশালায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মোট ৩ জন সহকারী মহাব্যবস্থাপক, একজন সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও একজন সিনিয়র অফিসার অংশ গ্রহণ করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের উদ্ভাবনী ধারণা 'ঋণ প্রক্রিয়া করণে গোলটেবিল বৈঠক' এটুআই কর্তৃপক্ষের প্রসংশা অর্জন করে। এ ধারণা অনুযায়ী একটি পাইলট-প্রকল্প প্রণয়ন করে প্রাথমিক পর্যায়ে দু'একটি অফিসে-এর কার্যকারীতা পরীক্ষা করা হবে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পরিচালিত এটুআই কর্মসূচী সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা আরও গণমুখী সহজ, সাশ্রয়ী ও সার্বজনীন করণের লক্ষে নতুন ধারণা উদ্ভাবনে প্রনোদন, প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

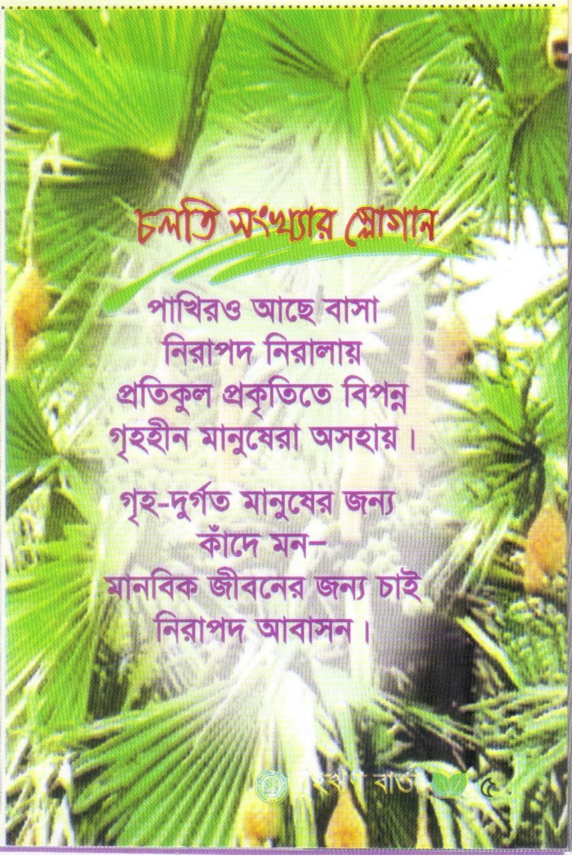

এডিবি প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক

গত ১০ মে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)'র একটি প্রতিনিধি দলের সাথে বিএইচবিএফসি কর্তৃপক্ষের এক দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় এডিবি'র চার সদস্যের এ প্রতিনিধি দলটির আলোচনা হয়। বিএইচবিএফসি পক্ষে পর্ষদ চেয়ারম্যান ব্যতীত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব) ড. দৌলতুন্নাহার খানম, মহাব্যবস্থাপক মো. আমিন উদ্দিন এবং বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিএইচবিএফসি'র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের যুগোপযোগি চিন্তাভাবনা ও উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানটির সেবা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা ভিন্নমাত্রা অর্জন করেছে। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্প অনুযায়ী বিশেষত মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলে গৃহঋণ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির বহুমুখী প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ ও অর্থসহায়তা প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাও বিএইচবিএফসি'র এ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সাশ্রয়ী কমিউনিটি আবাসনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য বিশেষ একটি প্রকল্প-প্রস্তাব অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে এসব আন্তর্জাতিক সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর ফলশ্রুতিতে সর্বশেষ গত ১১ এপ্রিল ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)র সাথে বৈঠকের পর এডিবি প্রতিনিধি দলের সাথে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে প্রতিনিধি দলকে বিএইচবিএফসি'র সার্বিক কার্যক্রম, দক্ষতা, বিশেষায়িত যোগ্যতা, সামর্থ, প্রতিষ্ঠানটির সম্ভাবনা এবং এর সাথে জনস্বার্থের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে পরিস্কার ধারণা দেয়া হয়। শহরাঞ্চলে প্রতিযোগিতাপূর্ণ আবাসনে অর্থলগ্নী ব্যবসার বিপরীতে গ্রামাঞ্চলের নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের গৃহঋণের প্রয়োজনীয়তা ও এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংকটের প্রশ্নে পক্ষসমূহের করণীয় সম্পর্কেও দলটিকে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়।

এডিবি প্রতিনিধি দল গ্রামীণ গৃহায়ণে বিএইচবিএফসি'র সদিচ্ছা, উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রসংশা করে। তারা প্রতিষ্ঠানটির বিশেষায়িত দক্ষতা ও সামর্থের বিপরীতে আর্থিক সক্ষমতার দুর্বলতার বিষয়টি অনুধাবন করে।

২০০ কোটি টাকার তহবিল সহায়তা প্রাপ্তি

গত ৩০ জুন ২০০ কোটি টাকার তহবিল সহায়তার চেক পেয়েছে বিএইচবিএফসি। এদিন অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব মো. ইউনুসুর রহমান কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের হাতে চেকটি হস্তান্তর করেন।

তহবিল প্রাপ্তির লক্ষে অব্যাহত প্রয়াসের জন্য পর্ষদ চেয়ারম্যানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের ১৪ জুলাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি-এর সভাপতিত্বে 'বিএইচবিএফসি'র বিষয় করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠানটির সাম্প্রতিক অর্জনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক কার্যক্রমে প্রশংসনীয় অগ্রগতি, ব্যবসায়িক সাফল্যের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করে। এ সময় একমাত্র তহবিল স্বল্পতায় ঋণ বিতরণ কমে যাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়।

বরাবর মুনাফা অর্জন এবং সরকারী কোষাগারে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রদানকারী বিএইচবিএফসি-কে তহবিলগত দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করার বিষয়ে এ সংক্রান্ত আপত সংকট মোকাবেলায় মোট ৫০০ কোটি টাকার সরকারী ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। সেমতে মোট ৩ কিস্তিতে প্রদেয় এ অর্থের প্রথম কিস্তি বাবদ ২০০ কোটি টাকার চেক প্রদান করা হলো।

উল্লেখ্য, ঋণযোগ্য তহবিল স্বল্পতার কারণে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর অপেক্ষা ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ কমেছে ২৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। ২০০ কোটি টাকার অর্থ প্রাপ্তির ফলে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ঋণদান কার্যক্রম কিছুটা হলেও জোরদার করা সম্ভব হবে।

একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ (মাঝে)। উপস্থিত আছেন ড. দৌলতুন্নাহার খানম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক) ও মো. আমিন উদ্দিন (মহাব্যবস্থাপক)।

বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধব করা সরকারের অভিষ্ট লক্ষ। এ লক্ষ অর্জনে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও মানসিকতার উন্নয়নে জনপ্রতি বার্ষিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষমাত্রাও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে থাকে। অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর বাইরে বিভিন্ন বহি: প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করা হয়।

গত ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়ে কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে মোট ৪৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সর্বমোট ৭৬০ঘন্টা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া এসময়ে মোট ৭টি বহি: প্রতিষ্ঠান থেকে ১৬ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন।

গত ৮ থেকে ১০ মে এবং ১৫ থেকে ১৭ মে 'কম্পিউটার সার্ভার পরিচালনা ও লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' শীর্ষক দু'টি ভিন্ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০ জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহন করেন। গত ১ থেকে ২ জুন পর্যন্ত ২ দিনব্যাপী 'জাতীয় শুদ্ধচার কৌশল বাস্তবায়ন, শৃঙ্খলা, আচরণবিধি ও উদ্বুদ্ধকরণ' শীর্ষক আরেকটি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২৫ জন কর্মচারী এ কোর্স এ অংশগ্রহন করে। উল্লেখ্য, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কর্পোরেশনের ৯টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ২০৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একই সময়ে বিভিন্ন বহি: প্রতিষ্ঠানের ২১টি কোর্স-এ ৩৩ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নেন।

ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস :

জাতির জনকের সমাধিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

বাঙালী জাতির মুক্তিরসনদ খ্যাত বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবী রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসের অন্যতম উপজীব্য। রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা, সর্বাত্মক স্বকীয় জাতীয়তাবোধ, মা-মাটি-মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দায়িত্ববোধ তথা মহান দেশপ্রেমই কেবল এমন একটি পরিপূর্ণ দর্শন ও কর্মসূচির জন্ম দিতে পারে। বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই নেতা যাঁর সমগ্র হৃদয় জুড়ে ছিল স্বাধীন সার্বভৌম সোনার বাংলার স্বপ্ন। তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে স্বর্ণালী সোপান ঐতিহাসিক ছয় দফা। ছয় দফার গুরুত্ব বিবেচনায় ৭ জুন আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন।

৭ জুন - দিনটিকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রাখার নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর অনন্য কৃতিত্বে চির কৃতজ্ঞ জাতি। এই মহান নেতার স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদনে কোন কার্পণ্য নেই।

গত ১১ জুন ৬-দফা দিবস উপলক্ষে বিএইচবিএফসি পরিবারের পক্ষ থেকে জাতির জনকের সমাধিতে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু পরিষদ বিএইচবিএফসি ইউনিট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া ভ্রমণ করে। সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে জনাব সাখাওয়াত হোসেন ও মো. তারেক ইমতিয়াজ খান শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচীর নেতৃত্ব দেন। এ কর্মসূচীতে সদর দফতর ও স্থানীয় গোপালগঞ্জ অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বিদায় সংবর্ধনা

গত ২৭ জুন কর্পোরেশনের ঋণ বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব সৈয়দ আনিছুর রহমান-এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত এ বিদায় সংবার্ধনায় পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব) ড. দৌলতুন্নাহার খানম। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাবিভাগ ২-এর মহাব্যবস্থাপক মো. আমিন উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সদর দফতর এবং জোন-৩, ঢাকার সর্বস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ আনিছুর রহমানের জন্ম ১৯৫৭সালে। পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলাধীন আহম্মদপুর গ্রামে। তিনি ১৯৯১ সালে আইন অফিসার হিসেবে কর্পোরেশনের চাকুরিতে যোগদান করেন। কর্ম জীবনে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিমন্ডলে স্বকীয় সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেন। কাজের প্রতি অদম্য আগ্রহ, উদ্যোগ, মনন ও সৃজনশীলতার মতো ইতিবাচক সব গুণাবলী তাঁকে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত করে তোলে। বিদায় অনুষ্ঠানে তাঁর সহকর্মীবৃন্দের বক্তৃতায় সৈয়দ আনিছুর রহমান সম্পর্কে এসব তথ্য উঠে আসে। প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন সৈয়দ আনিছুর রহমানের মতো একজন কর্মপটিয়সী, সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তার অভাব বোধ করবে বলেও বক্তরা অভিমত ব্যক্ত করেন। মহাব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং চেয়ারম্যান মহোদয়ও তাঁর মতো একজন কর্মকর্তাকে হারানোর শূন্যতা পূরণে আশংকার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বিদায় সংবর্ধনার শেষ পর্যায়ে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপক মহোদয় সৈয়দ আনিছুর রহমানকে ফুলের তোড়া এবং কর্পোরেশনের লোগো-খচিত ক্রেস্ট তুলে দেন।

চুক্তি স্বাক্ষর শেষে করমর্দনরত ব্যাংকিং সচিব (ডানে) ও বিএইচবিএফসি চেয়ারম্যান। বামে ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

গত ৩০ জুন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বিএইবিএফসি'র মধ্যে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' শীর্ষক এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব মো. ইউনুসুর রহমান এবং কর্পোরেশনের পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব) ড. দৌলতুন্নাহার খানম নিজ নিজ পক্ষে এ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের আবাসিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষে গৃহায়ণে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ভিশন ও মিশনকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করা, গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভিত্তি ও শৃংখলা সুদৃঢ়করণ, দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং কর্মপরিবেশ উন্নয়নের মতো বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ অর্জনে চেষ্টা ও সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার সম্বলিত এ চুক্তি ১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ সময়ে বাস্তবায়ন করা হবে। কর্পোরেশনের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহত করণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর উপযুক্ত বাস্তবায়নের লক্ষে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে। চুক্তি স্বাক্ষরকালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক মন্ডলী : **ড. দৌলতুন্নাহার খানম,** ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
মো. বদিউজ্জামান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশনা : পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিএইচবিএফসি
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০
E-mail : bhbfc@bangla.net, web : www.bhbfc.gov.bd